নারী নির্যাতনের নেপথ্যে :
মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী দৃষ্টিতে একটি আলোচনা

সীমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় *

সারাংশ : নারী নির্যাতন আধুনিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নয়। এর অস্তিত্ব দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে। মার্কসীয় নারীবাদী তাত্ত্বিকরা নারী নিপীড়নের কারণ হিসাবে সমাজে নারীর চতুর্বিধ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল উৎপাদন, প্রজনন, সন্তান পালন এবং যৌনতা। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মনে করেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের সর্বহারা চরিত্র যেমন শ্রমিক শোষণের জন্ম দেয়, তেমনই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর নিজস্ব পুঁজি অর্থাৎ তার শরীরের উপর অধিকারহীনতা তাকে পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত হতে বাধ্য করে।

সূচক শব্দ : নারী নির্যাতন, মার্কসীয় নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, পুঁজিবাদ, পুরুষতন্ত্র, সর্বহারা

মুখবন্ধ

'নারী নির্যাতন' – এই শব্দ যুগলের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন সহাবস্থান। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতায় নারী নির্যাতনের এক বা একাধিক খবর কারোরই চোখ এড়িয়ে যায় না। প্রায়শই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের সান্ধ্য আলোচনার বিষয় নারী নির্যাতনের কোনো না কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা।

নারী নির্যাতন দেশ-কালের সীমানার উর্দ্ধে। কখনো তা পরিবারের সীমানার মধ্যে পারিবারিক হিংসার রূপ নেয়। কখনো বা বৃহত্তর সমাজ এমনকি রাষ্ট্রের দ্বারা সংঘটিত হয়। কখনো নারী নির্যাতন নারীর উপর দৈহিক বা শারীরিক অত্যাচার, কখনো তা মানসিক নিপীড়ন, কখনো আবার তা যৌন পীড়নের চেহারা নেয়।

নারী নির্যাতনের সেকাল-একাল

নারী নির্যাতন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিশেষত্ব নয়। মহাকাব্যের যুগেও এর অস্তিত্ব ছিল। উদাহরণ হিসেবে রামচন্দ্রের আদেশে সীতার অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া বা পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির কর্তৃক দ্রৌপদীকে বাজি রাখার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঘটনাগুলিকে পারিবারিক হিংসা বললে সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না। অথচ এক্ষেত্রে দুই মহাকাব্যের দুই নায়িকা যাঁদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন তাঁরা সমাজের দৃষ্টিতে

*সহকারী অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ), কলকাতা

কখনো 'পুরুষোত্তম' কখনো বা 'মহাধার্মিক'। রাজসভায় দেবর দু:শাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিলেন – যা নারী নির্যাতনের চরমতম নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে জ্যোতির্বিশারদ খনার কথা জানতে পারা যায়। জ্যোতিষচর্চায় স্বামী ও শ্বশুরের থেকে বেশী দক্ষ হওয়ার খেসারত হিসাবে যাঁকে নিজের জিভ কেটে ফেলতে হয়েছিল। এক্ষেত্রেও তাঁকে বাধ্য করেছিলেন তাঁর পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থান নিরপেক্ষ। আন্ত: আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক তাদের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ১০ থেকে ৪০ শতাংশ মহিলা তাদের পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়, ১০ থেকে ২০ শতাংশ মহিলার উপর যৌন অত্যাচার হয় এবং ৩০ থেকে ৭৫ শতাংশ মহিলা পুরুষ সঙ্গীর কাছ থেকে মানসিক যন্ত্রণা পেয়ে থাকে।

ইউনিসেফ ও বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার একাধিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ২০ থেকে ২৯ শতাংশ মহিলা পারিবারিক হিংসার শিকার। এই হার জাপানের মতো আধুনিক দেশে ৫৯ শতাংশ। কম্বোডিয়া, ভারতবর্ষ, থাইল্যান্ড ও কোরিয়াতে ১৬ থেকে ৪৫ শতাংশের মধ্যে। এর সঙ্গে যদি পরিবার বহির্ভূত পুরুষের দ্বারা সংঘটিত হিংসাকে যুক্ত করা যায় তাহলে নারী নির্যাতনের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কানাডার মতো শিল্পোন্নত দেশে ১৯৯৩ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী অর্ধেকেরও বেশি মহিলা (যাদের বয়স ষোলো বা তার বেশি) পুরুষের দ্বারা সংঘটিত কোনো না কোনো ধরণের হিংসার শিকার।

নারী নির্যাতন : রাষ্ট্রপুঞ্জের সংজ্ঞায়

প্রশ্ন হল নারী নির্যাতন বা নারী নিপীড়ন বলতে ঠিক কী বোঝায়? ১৯৯৩ সালে নারীদের প্রতি হিংসা দূরীকরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাপত্র অনুসারে 'নারীদের প্রতি হিংসা' বলতে যে-কোনো ধরনের লিঙ্গভিত্তিক হিংসাত্মক কার্যকলাপকে বোঝায়, যার দ্বারা কোনো একজন মহিলা শারীরিক, যৌন বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নারীদের প্রতি হিংসা' বলতে শুধু যে সরাসরি আক্রমণকে বোঝায় তাই নয়, মহিলাদের নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন এমনকী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জোর করে অধিকার কেড়ে নেওয়াও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং সমাজে নারীর প্রতি লিঙ্গগত বৈষম্য এবং এই বৈষম্যজনিত শোষণই সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতন। আর এই লিঙ্গগত বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে যে বৌদ্ধিক চর্চা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল তারই পোশাকি নাম নারীবাদ।

"আপনি বলুন, মার্কস"

নারীবাদী চিন্তাধারার সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বিভিন্ন দার্শনিক ও চিন্তাবিদের ভাবনায় নারীবাদ সমৃদ্ধ হয়েছিল। নারীবাদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল মার্কসীয় নারীবাদ। কিন্তু মজার কথা হল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী চিন্তাবিদ কার্ল মার্ক্স্ এবং তাঁর সহযোগী ফ্রেডরিখ্ এঙ্গেল্সের সামগ্রিক তাত্ত্বিক পরিকাঠামোয় মেয়েদের কথা আলাদাভাবে বিবেচিত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি ও সমাজতাত্ত্বিক মল্লিকা সেনগুপ্তের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

"গৃহ শ্রমে মজুরি হয়না বলে মেয়েগুলি শুধু,
ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেবে
আর কমরেড শুধু যার হাতে কাস্তে হাতুড়ি!"

পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর শোষণের অংশ হিসাবে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ নারীদের বঞ্চনার কথা বিবেচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু পরিবারের অন্দরে নারীর বঞ্চনা, শোষণ ও নির্যাতন সম্পর্কে মার্ক্সের নিজস্ব চিন্তা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।

মার্কসীয় দর্শনে পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি হল 'উদ্বৃত মূল্য' – যা সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য সৃষ্টি করে তাই বাজারে বিক্রি ক'রে পুঁজিপতি মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু এই শ্রমের বিনিময়ে যে মজুরি পুঁজিপতি শ্রমিককে দেয় তা শ্রমিক কর্তৃক সৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের তুলনায় নেহাতই কম। আর দ্রব্যসামগ্রীর এই বাড়তি মূল্যই পুঁজিপতির পকেটে যায় মুনাফা হিসেবে।

পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যেও কিন্তু নিরন্তর এই একই খেলা চলে। নারী ও পুরুষকে নিয়ে যে পরিবার, সেখানে দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টি করার দায়িত্ব নারীর। কিন্তু দু:খের বিষয়, "গৃহশ্রমে মজুরি হয় না।" তাই "শ্রমিক গৃহিনী প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায়। হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে রাত হলে .... ব'সে ব'সে কাঁদে।"

পরিবারের গন্ডির মধ্যে এঙ্গেল্স্ অবশ্য নারীর দুটি পরিসরের কথা উল্লেখ করেছেন – একটি উৎপাদনের পরিসর এবং অন্যটি প্রজননের পরিসর। প্রথমটিতে নারী জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে আর দ্বিতীয়টিতে সন্তান বা ভবিষ্যৎ শ্রমিকের জন্ম দেয়। আর এইভাবেই পরিবার ও বৃহত্তর সমাজে পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখে নারী এবং কারখানা শ্রমিকের মতো তারাও ক্রমাগত শোষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে।

নারী নির্যাতনের নেপথ্যে

পরিবার ও সমাজে নারীর যে দ্বিবিধ পরিসরের কথা এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন, তার উপর ভিত্তি করেই মার্ক্সীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা নারী নির্যাতনের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

বিশিষ্ট মার্কসীয় নারীবাদী তাত্ত্বিক হেইডি হার্টম্যানের দৃষ্টিতে, পরিবারের মধ্যে নারীর অবস্থান সর্বহারা শ্রমিকের মতো। পরিবারের যাবতীয় উৎপাদনের উপকরণের মালিক পরিবারের কর্তা - যিনি ঘটনাচক্রে পুরুষ। পরিবারের মধ্যে নারীর হয়ে উৎপাদন ও প্রজনন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই পুরুষটিই নিয়ে থাকেন। নারীর কাজ সেই পুরুষের আজ্ঞা পালন করা। আর এইভাবেই নারী-শোষণ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে। নারী চিরতরে বঞ্চিতই থেকে যায়। পরিবারের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সে অংশীদার। কিন্তু যে মূল্য তার শ্রমের দ্বারা সৃষ্টি হয়, তার ভাগীদার সে নয়।

আর এক বিখ্যাত মার্কসীয় তাত্ত্বিক জুলিয়েট মিশেল অবশ্য নারী নির্যাতনকে সম্পূর্ণভাবে সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে নারীর বঞ্চনার পিছনে উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পুরুষতন্ত্র — এই দুটি বিষয়েরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মিশেল তাঁর বই 'উওম্যান্‌স্ এস্টেট'-এ লিখেছেন, সমাজে নারীর ভূমিকা চতুর্বিধ। এগুলি হল উৎপাদন, প্রজনন, সন্তানকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং যৌনতা। আর এই চারটি ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে গিয়ে মেয়েরা পরিবারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে থাকে। বৃহত্তর সমাজে এগিয়ে যাওয়ার দৌড়ে পুরুষদের থেকে পিছনে রয়ে যায় ও পুরুষের করুণা ও বঞ্চনার পাত্রী হয়ে দিন কাটায়।

মিশেল বলেছেন কর্মজগতে নারী যদি যোগ্যতা এবং শারীরিক সক্ষমতায় পুরুষের সমকক্ষও হয় তবুও তাকে কম বেতনের এবং নিম্নমানের কাজে আবদ্ধ রাখা হয়। এর কারণ প্রজনন ও সন্তান প্রতিপালনে নারীর মুখ্য ভূমিকা। যদিও প্রজনন এবং সন্তান প্রতিপালন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুরুষই নিয়ে থাকে, কিন্তু এই দুটি কাজই করতে হয় মেয়েদের। সন্তান ধারণ ও সন্তান প্রতিপালনের কাজে এত বেশি সময় মেয়েরা ব্যয় করে যে তার কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবে অবহেলিত হয়। আর এই জন্যই দক্ষতা ও সক্ষমতায় সমান হলেও, নিয়োগকর্তা, নারীর তুলনায় পুরুষ কর্মীকেই বেশি পছন্দ করেন। শেষ পর্যন্ত মেয়েদের স্থান হয় সংসারে, স্বামী এবং ভবিষ্যতে পুত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে। কিন্তু পুরুষের নজরে নারীর এই সাংসারিক ভূমিকা নেহাতই তাচ্ছিল্যের বিষয়। পদে পদে মেয়েদের সহ্য করতে হয় পুরুষের কটূক্তি, অসম্মান ও লাঞ্ছনা।

বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী আইরিশ ইয়ং-এর ব্যাখ্যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের উপর শ্রমিকের যেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তেমনই পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে নারীরও কোনো বিষয়ের উপরই কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পুরুষ তাকে যেমনভাবে পরিচালিত করে, তাকে তেমনই চলতে হয়। তার একমাত্র কর্তব্য লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রী এবং যোগ্য মা হয়ে ওঠা। আর এক্ষেত্রে নিখুঁত হতে না পারলে তার

উপর অত্যাচার বেড়ে চলে। ইয়ং-এর মতে, পারিবারিক সম্পদের উপর নারীর এই নিয়ন্ত্রণবিহীন, সর্বহারা চরিত্রই তাকে শোষিত হতে বাধ্য করে।

নারীবাদী তাত্ত্বিক অ্যালিসন জ্যাগারের যুক্তি হল, কারখানা। শ্রমিকের ব্যক্তিগত পুঁজি যেমন তার শরীর, নারীর ক্ষেত্রেও তার পুঁজি তার দেহ। নিজের শরীরের উপর শ্রমিকের যেমন কোনো অধিকার নেই, সমস্তটাই পুঁজিপতির দখলে, নারীরও তেমনই নিজের দেহের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই দেহ পুরুষের ভোগের বস্তু। তাই পরিবারের মধ্যে বা বাইরে নারী ক্রমাগত পুরুষের কামনার শিকার। ফলে শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা ক্রমাগতই ঘটে চলে নারী-শরীরের উপর। জ্যাগারের মতে, নারী নিজের শরীরের যত্ন নিয়ে নিজেকে সুন্দর করে তোলে তার নিজের জন্য নয়। পুরুষ সঙ্গীর চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য।

অ্যালিসন জ্যাগার বলেছেন, শ্রমিক ও তার শ্রম যেমন দুটি পৃথক সত্ত্বা, যেখানে শ্রমিক কতটা পরিশ্রম করবে তা ঠিক করে দেয় কারখানা-মালিক, তেমনই নারীর প্রজনন ক্ষমতা তার নিজস্ব হলেও সন্তান উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের পুরুষতন্ত্র। তাই মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পরিবারের চাপে কখনো তাকে সন্তান ধারণ করতে হয়, কখনো বা গর্ভপাত করাতে হয়।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ন্যান্সি চোডোরোর অভিমত হল, নারীর নিপীড়িত হওয়ার মূলে তার চিরকালীন মাতৃসত্ত্বা। তিনি বলেছেন, মা হয়ে ওঠার তাগিদে নারী সন্তানের জন্ম দেয়। এই সন্তান ভবিষ্যত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিভূ। ফলে এইভাবে নারী পুঁজিবাদের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলে। 'মা' হয়ে উঠতে গিয়ে নারী তার সহ্যশক্তিকে ক্রমাগত বাড়ায় এবং স্বামী বা পুরুষসঙ্গীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এই পুরুষটি কিন্তু বহির্জগতে তার যাবতীয় হতাশা ও মানসিক চাপের প্রকাশ ঘটায় তার সঙ্গিনীর উপর। কখনো দৈহিক, কখনো মানসিক, কখনো বা যৌন নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে। এইভাবে পরিবারে নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকে। আর নারী তার সর্বংসহা মাতৃসত্ত্বাকে বজায় রাখতে পুরুষের সমস্ত রকম নিপীড়ন মুখ বুজে মেনে নেয়। ফলে পরিবারের মধ্যে নারীর নির্যাতন ও বঞ্চনার ধারা অব্যাহত থাকে।

আলোচনা শেষ করব বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক ন্যান্সি ফলব্রের বক্তব্য দিয়ে। পরিবারের মধ্যে নারীর নিপীড়িত হওয়ার কারণকে ফলব্রে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে কারখানায় শ্রমিক মালিকের দ্বারা শোষিত হয়। আর এটাই সে পুষিয়ে নেয় তার স্ত্রী ও সন্তানদের উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে। পরিবারে কে কতটা খাবে, পরবে এমনকি বিশ্রাম করবে তা ঠিক হয় এক অদৃশ্য যৌথ দরকষাকষির মধ্যে দিয়ে – ঠিক যেমনভাবে দরকষাকষি করে কারখানাতে মজুরির হার ঠিক হয়। কারখানাতে মালিকই শেষ কথা বলে। পরিবারে শেষ কথা বলে পুরুষ। পরিবারের নারী সদস্যটি, যাকে স্বামীর উপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়, শেষ পর্যন্ত ভালো খাওয়া, ভালো পরা এমনকি পর্যাপ্ত বিশ্রামটুকুও পায় না।

উপসংহার

কার্ল মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব একদিন পৃথিবীর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। শোষিত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীও যে জেগে উঠে সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে পারে তার ইতিহাস আমরা জেনেছি। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মার্কসের মতো চিন্তাবিদ মেয়েদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আলাদা করে কলম ধরেন নি। এই প্রসঙ্গে অনেকে মনে করেন মার্ক্স্ তাঁর শেষ জীবনে (১৮৮০-১৮৮২) লেখা অসমাপ্ত 'Ethnological Notebooks' এ ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে নারীর উপর পুরুষের অবদমনের বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন। কে বলতে পারে মার্কসের এই তত্ত্ব উপযুক্তভাবে আলোচিত হলে পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমীকরণ অন্যভাবে লেখা হত কি না।

নারীবাদী তাত্ত্বিক আলোচনা শেষ বিচারে শুধু তত্ত্বেই থেকে যায়। বঞ্চিত, শোষিত নারীর চিন্তার স্তরে পৌঁছে তাকে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্ররোচিত করে না। নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা, শোষণ, বঞ্চনা সেদিনই সমাজ থেকে দূর হবে যেদিন সমগ্র নারী সমাজ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং কড়ায় গন্ডায় তা বুঝে নেবে।

তথ্যসূত্র :

(১) রাজশ্রী বসু, 'নারীবাদ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, নভেম্বর, ২০১২

(২) মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র', আনন্দ, ২০১৩

(৩) Folbre, Nancy (1982), "Exploitation Comes Home, A Critique of the Marxian Theory of Family Labour", Cambridge Journal of Economics, vol. 6 : 317-329

(৪) Mazumdar, Rinita (2001), A Short Introduciton To Feminist Theory, Anustup, Calcuta

(৫) Tong, P.R., (1989), Feminist Thought, Westview Press

(৬) Day, T, McKenna, K et. al., 'The Economic Cost of Violence Against Women : An Evaluation of the Literature', United Nations, 2005